কলিকাতা হাইকোর্ট

মহামান্য বিচারক: **রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, বিচারপতি।**

শ্রাবণী তরফদর বনাম ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়গপুর

ডব্লিউপিএ নং। - 2022-এর 9999, 14/12/2022-এ স্থির করা হয়েছে

(A) ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩০৯ অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থ পরিমাণ পুনরুদ্ধার-ফলস্বরূপ বেতন হ্রাস-বৈধতা-আবেদনটি সহকারী অধ্যাপক হিসাবে প্রাথমিক নিয়োগ থেকে অধ্যাপক নিয়োগ পর্যন্ত প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশন করেছে, নিরবচ্ছিন্নভাবে একই কর্মচারী কোড এবং একই জিপিএফ অ্যাকাউন্ট রয়েছে-প্রতিবাদী ইনস্টিটিউট, আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও বিকল্প আমন্ত্রণ না করে, নিজেই একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং একজন অধ্যাপকের জন্য গ্রহণযোগ্য স্কেলে তার বেতন নির্ধারণ করেছে যা অফিস স্মারকলিপিতে প্রদত্ত হিসাবে তার বৃদ্ধির অনুমতি দেয়।- উত্তরদাতারা প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন, যাতে প্রমাণিত হয় যে আবেদনকারী জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনা অনুশীলন করে পুনরুদ্ধারের আদেশে উল্লিখিত স্কেল অনুযায়ী বেতন স্থির বা পুনরায় নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন-আবেদনকারীকে কোন প্রতিবাদীগন নোটিশ দেয়নি বা পুনরুদ্ধারের আদেশ পাস করার আগে তাকে শুনানির সুযোগ দেয়নি - পুনরুদ্ধারের আদেশ, আইনে চলনযোগ্য নয় এবং সেই অনুযায়ী বাতিল করা হয়েছে।
এ. আই. আর 2012 এস. সি 2951-অনুসরণকৃত

(অনুচ্ছেদ 16,22,26,27,28)

(B) ভারতের সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৩০৯ অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের পরিমাণ পুনরুদ্ধার-ফলস্বরূপ বেতন হ্রাস-বৈধতা-প্রতিবাদী কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে কেবল অর্থ পুনরুদ্ধারের নির্দেশই দেয়নি, বরং তার বেতনও হ্রাস করেছে যা তাকে উল্লেখিত আদেশের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল-আবেদনকারীর বেতনকে নিম্ন স্তরে হ্রাস করা এবং তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করা প্রকৃতপক্ষে আইআইটি খড়গপুর সংবিধির নিয়মাবলী ১৫ এর অধীনে জরিমানার প্রকৃতির ছিল কিন্তু নিয়মাবলী ১৫, দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দিয়েছে যে কর্তৃপক্ষ তদন্ত করার পরে ছাড়া এই ধরনের জরিমানা দিতে পারে না এবং কর্মীদের সদস্যকে তার বিষয়ে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের কারণ দেখানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছে-বর্তমান ক্ষেত্রে কাজ করা হয়নি-পুনরুদ্ধারের আদেশ এবং ফলস্বরূপ বেতন হ্রাস, যথাযথ নয়।
2009 এয়ার এসসিডাব্লু 1871-অনুসরণ করা হয়েছে

(অনুচ্ছেদ 14,24,25,27,28)

(C) দেওয়ানি কার্যবিধি (1908 সালের 5), আদেশ ১ নিয়ম ১০ (2) - অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থের পুনরুদ্ধার - প্রয়োজনীয় পক্ষ-নন - জয়েন্ডার-প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠান আবেদনকারীকে নিয়োগ ও শৃঙ্খলামূলক করছে-প্রতিবাদী অডিটের ডিরেক্টর

জেনারেলের করা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উলেখিত আদেশ দিয়েছেন কিন্তু আবেদনকারীর নিয়োগ ও শৃঙ্খলামূলক কর্তৃত্বের মতো একই আদেশ পাস করেছেন-প্রতিবাদী ইনস্টিটিউট তার নিজস্ব বিধি ও আইন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং তার কর্মচারীদের উপর এই ধরনের আদেশ পাস করতে পারে যা এটি ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ বলে মনে করে-এর পরিপ্রেক্ষিতে, অডিটের ডিরেক্টর জেনারেল বর্তমান মামলার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষ হবেন না-এই বিষয়ে প্রতিবাদীগন দ্বারা উত্থাপিত যুক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

(অনুচ্ছেদ ৪)

উদ্‌ধৃত মামলাঃ	**কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এ. আই. আর 2022 এস. সি 2153	পারা নং। (18,21)
এ. আই. আর 2015এস. সি 696	পারা নং। (18)
2016 ল্যাব আই. সি (এন. ও. সি) 205 (সি. এ. এল)	অনুচ্ছেদ নং। (18,21)
এয়ারনলাইন 2015 সিএএল 23	প্যারা নং। (18)
এ. আই. আর 2012 এস. সি 2951 (ফল।)	অনুচ্ছেদ নং। (18,19)
2009 এয়ার এস. সি. ডব্লিউ 1871 (ফল।)	অনুচ্ছেদ নং। (20)
2006 এয়ার এসসিডব্লিউ 5252	পারা নং। (20)

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে ছমা মুখারজি সিনিয়র অ্যাড., অনুজিৎ মুখার্জি, রিংকি কুমারী শ; প্রতিবাদী পক্ষে আর. এন. মজুমদার, এস. এম. ওবাইদুল্লাহ।

1. **আদেশঃ আবেদনকারী এই রিট** পিটিশনটিকে উপস্থাপিত করে 15 ফেব্রুয়ারী, 2022 এবং 19 এপ্রিল, 2022 তারিখের ভারতীয় ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়্গপুর (সংক্ষেপে IIT খড়্গপুর) দ্বারা পারিত দুটি আদেশে আবেদনকারীর কাছ থেকে ওভারড্র করা পরিমাণ হিসাবে ৭,৭১,২৭০ টাকা যা পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়। 7,44,737/- উদ্ধার করা জন্য, সেই আদেশের বিরোধিতা করেছেন।

2. যে বিষয়গুলি রিট পিটিশন দাখিলের দিকে পরিচালিত করেছিল সেগুলি নিম্নরূপ সংক্ষেপে বলা যেতে পারেঃ আবেদনকারী 1996 সালের 31শে অক্টোবর আই. আই. টি খড়্গপুর-এর একাডেমিক বিভাগের অধীনে ভিজিটিং লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত হন।আই. আই. টি খড়্গপুর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনের জবাবে আবেদনকারী ইনস্টিটিউটের

সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন।নির্বাচিত হওয়ার পর 1998 সালের 12ই ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি সহকারী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন।এরপরে, আইআইটি খড়গপুর দ্বারা প্রকাশিত আরেকটি বিজ্ঞাপনের প্রতিক্রিয়ায় আবেদনকারী সহযোগী অধ্যাপক পদের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি 24শে এপ্রিল, 2007 থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন।বর্তমানে, তিনি 16ই নভেম্বর, 2011 থেকে একই নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে নিযুক্ত অধ্যাপক হিসাবে কাজ করছেন।এটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইনস্টিটিউটের কর্মচারী হিসাবে তাঁর পরিষেবা তাঁর প্রাথমিক নিয়োগের পর থেকে অব্যাহত রয়েছে যখন তিনি ১২.০২.১৯৯৮-এ সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।একটি কর্মচারী কোড হল নং 96023। যা তাঁকে বরাদ্দ করা হয়েছিল।এছাড়াও, যে জি পি এফ নম্বরে তিনি অবদান রেখেছেন তা এখনও একই রয়ে গেছে।তাঁর প্রাথমিক নিয়োগের তারিখ থেকে তাঁর প্রদত্ত পরিষেবা অব্যাহত রয়েছে।

3. ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মধ্যে, আইআইটি খড়গপুর প্রথম 1950 সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর জেলার হিজলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।এই প্রতিষ্ঠানটি 1951 সালের 18ই আগস্ট এবং কাজ শুরু করে।1956 সালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়গপুর আইন পাস করে ইনস্টিটিউটটিকে জাতীয় গুরুত্বের ইনস্টিটিউট হিসাবে ঘোষণা করা হয়।পরবর্তীকালে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যাক্ট, 1961 প্রণয়ন করা হয় নির্দিষ্ট কিছু ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিকে জাতীয় গুরুত্বের ঘোষণা করার জন্য।ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যাক্ট, 1961 অনুসারে, পরিচালক পদ ব্যতীত কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমস্ত নিয়োগ সেই প্রতিষ্ঠানের বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে করা হত।1962 সালের নভেম্বর থেকে আই. আই. টি খড়গপুর আইন কার্যকর হয়।সংবিধির প্রবিধান 12 অনুসারে ইনস্টিটিউটের সমস্ত পদ সাধারণত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে, তবে পরিচালকের সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যে কোনও নির্দিষ্ট পদ আমন্ত্রণের মাধ্যমে বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।আবেদনকারী বলেছেন যে

তিনি কোনও বাধা ছাড়াই দক্ষএবং ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন।কিন্তু, সহকারী রেজিস্ট্রার (ই-আই) কর্তৃক জারি করা ১৫.০২.২০২২ তারিখের একটি যোগাযোগ পাওয়ার পর তিনি হতবাক হয়ে যান, যার মাধ্যমে তাঁকে জানানো হয় যে, নিয়ন্ত্রক ও নিরীক্ষক জেনারেলের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এবং 23শে জুলাই, 2021 তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের 200তম বৈঠকে অনুমোদিত, সরাসরি নিয়োগকারী হিসাবে তাঁর বেতন ভারত সরকারের এফআর (মৌলিক নিয়ম 22 (1) (এ) (1) দ্বারা পরিচালিত হবে।তদনুসারে, তার বেতন সংশোধন করে কম বেতনে সংশোধন করা হয় এবং তার কাছ থেকে 71,270/- টাকা আদায়ের আদেশ দেওয়া হয় অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থ পেমেন্ট হিসাবে। 19শে এপ্রিল, 2022 তারিখের আদেশ অনুসারে ১৫.০২.২০২২ তারিখের আদেশটি এতটাই সংশোধন করা হয়েছিল যে, অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা হয়েছিল তার কাছ থেকে ৭,৭১,২৭০ এর পরিবর্তে 7,44,737/-, উদ্ধার করা হবে।আবেদনকারী বলেন যে, উপরোক্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের আদেশ পাস করার আগে আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনও নোটিশ দেয়নি, বা তাঁকে শুনানির কোনও সুযোগও দেওয়া হয়নি।এই প্রসঙ্গে, আবেদনকারী, 2022 সালের 8ই মার্চ, আই. আই. টি খড়গপুর-এর রেজিস্ট্রারের কাছে একটি আবেদন জানিয়ে তাঁর অভিযোগ জানিয়েছিলেন যে, এই অর্থ পুনরুদ্ধারের ফলে কেবল তাঁর অপরিবর্তনীয় প্রতিকূল পরিণতিই হবে না, বরং এটি তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা এবং কষ্টের কারণ হবে।তিনি 2016-র 2রা মার্চ ভারত সরকারের কর্মী, জন-অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রক, কর্মী ও প্রশিক্ষণ দপ্তরের জারি এবং একটি সরকারি স্মারকলিপির উদ্‌ধৃতি দিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানান যে, সরকারি কর্মচারীদের পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং অন্যায়/অতিরিক্ত অর্থ পুনরুদ্ধারের আদেশের আগে আদায় আইনত অগ্রহণযোগ্য ছিল।কিন্তু, তার উপস্থাপনা অগ্রাহ্য করা হয়।   এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারী নির্দেশ চান যে 15.02.2022 তারিখের এবং 19.04.2022 তারিখের অফিস আদেশগুলি বাতিল করা হোক এবং প্রতিবাদীগন এই আদেশগুলিকে কোনও প্রভাব না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক।

4. প্রতিবাদী 1 - 5-এর বিরুদ্ধে তাদের হলফনামায় বলেছেন যে প্রয়োজনীয়

পক্ষগুলির যুক্ত না থাকার কারণে রিট পিটিশনটি খারিজ হতে পারে।তাঁরা বলেছেন যে, কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সংক্ষেপে সি এবং এজি) দ্বারা পরিচালিত অডিট-এ দেখা গেছে যে, আই. আই. টি খড়গপুর ফ্যাকলটি গুলিকে এফ. আর 22 (1) (এ) (1)-এর অধীনে বিকল্প প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে এবং এই ধরনের বিকল্প প্রয়োগের ফলে অনিয়মিত বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে।ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যাক্ট, 1961-এর ধারা 10-এর পরিপ্রেক্ষিতে, ইনস্টিটিউটের অর্থ কমিটি বেতন সংশোধন এবং ফ্যাকলটি গুলিকে প্রদত্ত অতিরিক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পর্ষদের কাছে সুপারিশ করেছিল।2001 সালের 23শে জুলাই অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের 200তম বৈঠকে অর্থ কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করা হয়।সংবিধির অধীনে গঠিত সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ হিসাবে পরিচালনা পর্ষদের এই অনুমোদন ইনস্টিটিউটের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক।এই প্রতিবাদীগন বলেন যে আবেদনকারীর দ্বারা অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থ ইনস্টিটিউট দ্বারা 15.02.2022 এবং 19.04.2022 তারিখের আদেশের মাধ্যমে পুনরুদ্ধারের আদেশ দেওয়া বৈধ।রিট পিটিশনে করা বক্তব্যগুলি অস্বীকার ও বিতর্ক করে প্রতিবাদীগন বলেন যে রিট পিটিশনটি খারিজ হওয়ার যোগ্য।

5. তবে, আবেদনকারী তার হলফনামায় বলেছেন যে প্রতিবাদীগন দ্বারা বর্ণিত অর্থ কমিটি নিছক একটি সুপারিশ সংস্থা।তিনি বলেছেন যে প্রতিবাদীগন দ্বারা কোনও কাগজের টুকরো নথিভুক্ত করা হয়নি যা দেখায় যে যে কর্মকর্তা বা কর্মকর্তাদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অভিযোগ করা হয়েছিল তাদের দায় ঠিক করার জন্য কোনও প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।বিরোধীদের হলফনামায় করা বক্তব্যের বিরোধিতা করে আবেদনকারী তার অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থের পুনরুদ্ধারের আদেশ আইনত অগ্রহণযোগ্য।

6. প্রতিবাদীগন মনে করেন যে রিট পিটিশনটি প্রয়োজনীয় পক্ষ ভুক্ত না থাকার কারণে খারিজ হওয়ার যোগ্য।তবে, বিরোধীদের হলফনামা পর্যালোচনায় দেখা যায় না যে কে প্রয়োজনীয় পক্ষ যার অনুপস্থিতিতে রিট পিটিশনটি পরাজিত হবে।

7. প্রতিবাদীগন পক্ষে উপস্থিত লার্নড কাউন্সেল জমা দিয়েছেন যে, আইআইটি খড়গপুর-এর ফ্যাকলটি গুলির দ্বারা অনিয়মিত পদ্ধতিতে বেতন উত্তোলনের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা অডিটের ডিরেক্টর জেনারেল একটি আবশ্যিক প্ক্ষ।

8. নিঃসন্দেহে, আই. আই. টি খড়গপুর আবেদনকারীর নিয়োগ এবং শৃঙ্খলামূলক কর্তৃপক্ষ।এটা ঠিক যে, আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা মহাপরিচালকের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে উপরোক্ত ১৫.০২.২০২২ ও ১৯.০৪.২০২২তারিখের দুটি আদেশকে বিতর্কিত করেছে।কিন্তু, বাস্তবএবং হল যে আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর নিয়োগ ও শৃঙ্খলামূলক কর্তৃত্ব হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আদেশ জারি করে।

খড়গপুরের সংবিধিগুলি যেমন ইঙ্গিত করে, আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব বিধি ও আইন দ্বারা পরিচালিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে তার কর্মচারীদের উপর ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ বলে মনে করে এমন আদেশ বা আদেশ পাস করতে পারে।এই অবস্থানের কারণে, অডিটের ডিরেক্টর জেনারেল, আমার মতে, বর্তমান রিট পিটিশনের প্রয়োজনীয় পক্ষ নন।সুতরাং, প্রতিবাদীগন পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার দ্বারা উত্থাপিত যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

9. বিতর্কিত নয় এমন কিছু তথ্য নিম্নরূপ বর্ণনা করা যেতে পারেঃ

প্রাথমিকভাবে আবেদনকারীকে ৩১.১০.১৯৯৬-এ আইআইটি খড়গপুর-এর ভিজিটিং লেকচারার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল।এরপরে, তিনি ১২.০২.১৯৯৮এ সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন।পরবর্তীকালে, তিনি.২৪.০৪.২০০৭-এ সহযোগী অধ্যাপক এবং ১৬.১১.২০১১-এ অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন।সংশ্লিষ্ট সময়ে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপকের বেতনের স্কেল ছিল ১২০০০-৪২০-১৮৩০০ টাকাii) যথাক্রমে Rs.16400-450-20000 এবং iii) Rs.18400-500-224000।আই. আই. টি খড়গপুর-এর সংবিধির 12 নং বিধিতে বলা হয়েছে যে, ইনস্টিটিউটের সমস্ত পদ সাধারণত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পূরণ করা হবে, তবে পরিচালকের

সুপারিশের ভিত্তিতে বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে যে কোনও নির্দিষ্ট পদ আমন্ত্রণের মাধ্যমে বা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে থেকে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।রিট পিটিশনের অনিয়ন্ত্রিত তথ্যে দেখা যায় যে, ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক পদে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের উদ্দেশ্যে কোনও ফিডার পদ নেই এবং সহকারী অধ্যাপককে অধ্যাপক পদে উন্নীত করার জন্য কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই।

10. রেকর্ড যা দেখায়, আবেদনকারীকে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হয়েছিল নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়ার পরে যা ইনস্টিটিউট দ্বারা বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরে পরিচালিত হয়েছিল এবং পদগুলির জন্য যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল।১১.০৪.২০০৭(সংযুক্তি পি/2) তারিখের একটি নিয়োগ পত্র দেখায় যে আবেদনকারী ডঃ শ্রাবণী তরফদারকে ১৬৪০০-৪৫০-২০০০০ বেতনের স্কেলে স্থায়ী পদের পরিবর্তে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তার মৌলিক বেতন নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।ইনস্টিটিউটের (সংযুক্তি পি/4) তারিখের একটি অফিস অর্ডার থেকে এটি স্পষ্ট যে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগের আগে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে আবেদনকারীর বেতনের এই স্কেলটি ছিল ১৬৬২০ এবং তার পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ ছিল ০১.০২.২০০৮ এবং সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার পরে তার বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৬৪০০-৪৫০-২০০০০ টাকা বেতনের স্কেলে ১৭৩০০ এবং তার বৃদ্ধির পরবর্তী তারিখ ছিল ০১.০৪.২০০৮একইভাবে, অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার সময় তাঁর বেতন উপরে বর্ণিত বেতন স্কেলের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হয়েছিল।

11.আবেদনকারী দৃঢ়ভাবে দাবি করেছেন যে তাঁর জানা মতে তিনি কখনও কোনও নির্দিষ্ট তারিখ থেকে বেশি বেতন পাওয়ার বিকল্প ব্যবহার করেননি।আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ তাঁর কর্মজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে সহকারী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত তাঁর স্কেল নির্ধারণ করে।

12. বর্তমান বিষয়টির বিতর্কের মূলে রয়েছে ১৫.০২.২০২২ এবং ১৯.০৪.২০২২ তারিখের বিতর্কিত আদেশগুলি যার দ্বারা আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছিল যে উপরোক্ত পরিমাণ 7,71,270/- টাকা হিসাবে

পরিবর্তিত হয়েছে 7,44,737/- যা আবেদনকারীর কাছ থেকে 23.04.2007 থেকে 01.02.2022 পর্যন্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থ হিসাবে উদ্ধার করা হবে যে সময় তিনি সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক হিসাবে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।উপরে যেমন বলা হয়েছে, সি এবং এজি-র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিতর্কিত আদেশগুলি তৈরি করা হয়েছিল এবং ২৩.০৭.২০২১-এ অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ গভর্নরস-এর 200তম বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছিল।এই প্রসঙ্গে, নিরীক্ষা মহাপরিচালকের দ্বারা প্রদত্ত প্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যা নিম্নরূপঃ

"নথিগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, উভয় প্রতিষ্ঠানই সরাসরি নিয়োগের ভিত্তিতে নির্বাচিত নবনিযুক্ত ফ্যাকলটি সদস্যদের; তাদের বেতন নির্ধারণের তারিখ সম্পর্কিত বিকল্পগুলি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিল। 22 (1) (ক) (1), তাদের নিয়োগের সময়।ফলস্বরূপ, এই ফ্যাকলটি সদস্যদের বেতন ইনস্টিটিউট বা অন্য কোথাও পূর্বে তাদের দ্বারা অধিষ্ঠিত পদের সময়সীমা বৃদ্ধির পরবর্তী তারিখ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছিল।নিরীক্ষাটি উল্লেখ করেছে যে, নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ফ্যাকলটি সদস্যদের এই বিকল্পটি প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়ার ফলে পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ থেকে নতুন পদের সময় স্কেলে উচ্চতর পর্যায়ে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছিল।এইভাবে, মৌলিক নিয়ম লঙঘন করে এই বিকল্পটি প্রয়োগের অনুমতি দেওয়ার ফলে বেতনের অনিয়মিত নির্ধারণের পাশাপাশি অতিরিক্ত বেতন দেওয়া হয়। 54 জন ফ্যাকলটির ক্ষেত্রে (সংযুক্তি সহ) ২.০৯কোটি টাকা (2020 সালের মার্চ পর্যন্ত)।

আই. আই. টি খড়গপুর উত্তর দেয় যে, সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ফ্যাকলটি সদস্যদের বেতন নির্ধারণ এম. এইচ. আর. ডি-র আদেশের (অক্টোবর 2017) পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রার্থীদের পূর্বে তাদের হাতে থাকা বর্তমান একাডেমিক স্তরের বেতনে একটি ধারণাগত বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।এতে আরও বলা হয়েছে যে, ডিওপিটি-র ওএম তারিখ ২৭.০৭.২০১৭-এর মাধ্যমে এফআর 22 (আই) (এ) (আই)-এর অধীনে বিকল্প ব্যবহার করে পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ থেকে বেতন নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে পরিকল্পনা করা হয়েছে যে একজন সরকারি কর্মচারীর এই নিয়মের

অধীনে এই ধরনের পদোন্নতির তারিখ থেকে বেতন নির্ধারণ করার বিকল্প থাকবে, অথবা নিম্ন গ্রেডে বেতনের স্কেলে পরবর্তী বৃদ্ধির উপার্জনের তারিখ থেকে বেতন নির্ধারণ করার বিকল্প থাকবে।

আই. আই. টি গুয়াহাটি উত্তর দিয়েছিল যে এটি বেতন নির্ধারণের বিধানগুলি সম্পর্কে অবগত ছিল, যা নিরীক্ষা দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং 6ষ্ঠ সিপিসি বাস্তবায়িত হওয়ার আগে পর্যন্ত এটি অনুসরণ করা হয়েছিল। 6ষ্ঠ সিপিসি-র সুপারিশ বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে, ফ্যাকলটি সদস্যদের মধ্যে বেতনে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল, কারণ সমস্ত কর্মচারীদের জন্য বৃদ্ধির তারিখ অভিন্ন ছিল (প্রতি বছর 1লা জুলাই)।এই বেতনের অসঙ্গতিগুলি দূর করার জন্য, বোর্ড অফ গভর্নরস (বিওজি) তার 63 তম বৈঠকে০১.০১.২০০৬ এর পরে উচ্চতর পদে নিযুক্ত সমস্ত ফ্যাকলটি সদস্যদের পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ থেকে বেতন নির্ধারণের বিকল্প দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উভয় প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ এফ. আর. 22 (আই) (এ) (আই)-এর অধীনে উল্লিখিত ডি. ও. পি. টি-র ও. এম-এর সঙ্গে পাঠ করা বিধানে বলা হয়েছে যে, সরাসরি নিয়োগের ভিত্তিতে নিযুক্ত কোনও সরকারি কর্মচারীর পূর্বের বেতনের স্কেলে পরবর্তী বৃদ্ধির উপার্জনের তারিখ থেকে তার বেতন নির্ধারণ করার বিকল্প থাকবে না।সুতরাং, এই প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা সরাসরি নিয়োগের ভিত্তিতে নির্বাচিত নবনিযুক্ত ফ্যাকলটি সদস্যদের পরবর্তী বৃদ্ধির তারিখ থেকে বেতন নির্ধারণের বিকল্পের অনুমতি দেওয়ার পদ্ধতিটি অনিয়মিত ছিল।

13. উপরের পর্যবেক্ষণগুলি, উল্লেখযোগ্যভাবে, বলে যে অডিটের ডিরেক্টর জেনারেল সরাসরি নিয়োগের ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু ফ্যাকলটি সদস্যের রেকর্ডের উপর পরীক্ষা-পরীক্ষার উপর পর্যবেক্ষণ করেছিলেন যারা তাদের বিকল্পটি ব্যবহার করেছিলেন।আবেদনকারী জোরালোভাবে বলেন যে তিনি কখনও বিকল্প ব্যবহার করেননি।আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনও নথি পেশ করা হয়নি যা দেখায় যে আবেদনকারী কখনও সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হওয়ার পরে বিকল্প ব্যবহার করেছেন।

14. 15.02.2022 এবং 19.04.2022 তারিখের আদেশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

উপরের আদেশ অনুসারে আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে উপরোক্ত পরিমাণ আদায়ের নির্দেশই দেয়নি, বরং কর্তৃপক্ষ তার দেওয়া বেতনও কমিয়ে দিয়েছিল।

15. ভারত সরকার, কর্মী, জন-অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রক, কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক জারি করা ২৭.০২.২০১৭ এ অফিস স্মারকলিপি (সংযুক্তি পি/7)-তে বলা হয়েছে যে, পরবর্তী বৃদ্ধির এবংরিখে যে পদে সরকার নিয়োগ করবে সেই পদে নিয়োগ করা হবে।

কর্মীকে পদোন্নতি দেওয়া হবে, তার বেতন পুনর্বিন্যস্ত করা হবে এবং দুটি ইনক্রিমেন্ট (একটি বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের কারণে এবং দ্বিতীয়টি পদোন্নতির কারণে অর্জিত) সরকারী কর্মচারীকে যে স্তর থেকে পদোন্নতি দেওয়া হয় সেই স্তরে মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং তাকে যে পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সেই স্তরের সমতুল্য একটি কক্ষে রাখা হবে; এবং যে স্তরে তাকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে সেই স্তরে যদি এমন কোনও সেল উপলব্ধ না থাকে তবে তাকে সেই স্তরের পরবর্তী উচ্চতর সেলে স্থাপন করা হবে।

16. আবেদনকারীর ক্ষেত্রে যেমন বলা হয়েছে, সহকারী অধ্যাপক হিসাবে প্রাথমিক নিয়োগ থেকে শুরু করে অধ্যাপক নিয়োগ পর্যন্ত আবেদনকারী নিরবচ্ছিন্নভাবে ইনস্টিটিউটে কাজ করেছেন যার একটি কর্মচারী কোড নং। 96023 এবং একই G.P.F অ্যাকাউন্ট।আই. আই. টি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক হিসাবে পদোন্নতিমূলক পদে নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করে তার বেতন নির্ধারণ করে যা তাকে ২৭.০৭.২০১৭ তারিখের অফিস স্মারকলিপিতে প্রদত্ত ইনক্রিমেন্টের অনুমতি দেয়।

আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে, আই. আই. টি কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও বিকল্প আহ্বান না করেই একজন সহযোগী অধ্যাপক এবং একজন অধ্যাপকের জন্য গ্রহণযোগ্য স্কেলে তাঁর বেতন নির্ধারণ করে।

17. একমাত্র যে বিষয়টি নির্ধারণের জন্য পড়ে তা হল Rs.7, 71,270/- এর পুনরুদ্ধারের আদেশগুলি Rs.7, 44,737/- হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে কারণ

আবেদনকারীর কাছ থেকে অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থ প্রদান আইনত রক্ষণীয়।

18. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীর কাছ থেকে চৌদ্দ বছরেরও বেশি সময়ের জন্য উপরোক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছে।চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্য বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে (2012) 8 এস. সি. সি 417: (এ. আই. আর 2012 এস. সি 2951), পাঞ্জাব রাজ্য এবং অন্যান্য বনাম রফিক মাসিহ (হোয়াইট ওয়াশার)-এর ক্ষেত্রে (2015) 4 এস. সি. সি 334: (এ. আই. আর 2015 এস. সি 696), থমাস ড্যানিয়েল বনাম কেরালা রাজ্য এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে 2022 এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 53-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।6: (এ. আই. আর. 2022 এস. সি. 2153), প্রশান্ত কুমার দাস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষেত্রে (2015) এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল 7459: (2016 ল্যাব আই. সি. (এন. ও. সি.) 205 (সি. এ. এল.) এবং সুদর্শন দাসধারী বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা (2015) এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল 8390: এ. আই. আর. এন. লাইন 2015 সি. এ. এল 23-এর বিদ্বান কৌঁসুলি যুক্তি দেখান যে আবেদনকারীর কাছ থেকে পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে এবং আবেদনকারীকে শুনানির কোনও সুযোগ না দিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা অগ্রহণযোগ্য।

লার্নড কাউন্সেল বলেন যে, আই. আই. টি কর্তৃপক্ষ নিজেই আবেদনকারীর বেতন নির্ধারণ করে এবং আবেদনকারীর দ্বারা কোনও বিকল্প ব্যবহার করা হয়নি বা তিনি উচ্চতর পদে তাঁর **নিয়োগের জন্য বেতন নির্ধারণ** বা পুনরায় নির্ধারণ করার জন্য কোনও জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনের আশ্রয় নেননি।এই ক্ষেত্রে, বিদ্বান কৌঁসুলি বলেন যে বিতর্কিত আদেশগুলি বাতিল হওয়ার যোগ্য।

19. অপর দিকে, প্রতিবাদীগনের আইনজীবী যুক্তি দেখান যে আই. আই. টি খড়গপুর-এর বিধি অনুসারে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোনও সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় তাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতামূলক।আইনি অবস্থান হওয়ায়, আবেদনকারীকে এখন তার দ্বারা

অতিরিক্ত অঙ্কিত অর্থ পুনরুদ্ধারের সাথে সম্পর্কিত 15.02.2022 এবং 19.04.2022 তারিখের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। তাঁর যুক্তির সমর্থনে বিদ্বান কৌঁসুলি চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্য বনাম উত্তরাখণ্ড রাজ্য এবং অন্যান্যদের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করেছেন (2012) 8 এসসিসি 417: (এআইআর 2012 এসসি 2951)।

চন্ডী প্রসাদ উনিয়াল মামলায় সুপ্রিম কোর্ট 13,14 এবং 15 অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"13।আমরা নিশ্চিত নই যে এই আদালত এখানে উল্লিখিত বিভিন্ন রায়ে আইনের কোনও প্রস্তাব দিয়েছে যে কেবলমাত্র যদি রাজ্য বা তার আধিকারিকরা প্রমাণ করে যে অতিরিক্ত বেতন প্রাপকদের পক্ষ থেকে ভুল উপস্থাপনা বা জালিয়াতি হয়েছিল, তবেই প্রদত্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।অন্যদিকে, এর আগে উল্লিখিত বেশিরভাগ মামলাই সেই মামলাগুলির অদ্ভুত তথ্য ও পরিস্থিতিকে সক্রিয় করে তুলেছিল কারণ প্রাপকগন অবসর নিয়েছিলেন বা অবসর গ্রহণের পথে ছিলেন বা প্রশাসনিক শ্রেণিবিন্যাসে নিম্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

14. আমরা জনসাধারণের অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন, যা প্রায়শই "করদাতাদের অর্থ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়, যা অতিরিক্ত অর্থপ্রদানকারী আধিকারিকদের বা প্রাপকদেরও নয়।এই ধরনের পরিস্থিতিতে কেন জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনের ধারণা আনা হচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারি না।জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নটি হল অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে কি না, এটি একটি প্রকৃত ভুলের কারণে হতে পারে।সম্ভবত, সরকারি আধিকারিকদের দ্বারা সরকারি অর্থের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান অবহেলা, অসাবধানতা, ষড়যন্ত্র, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কারণে হতে পারে। কারণ এই ধরনের পরিস্থিতিতে অর্থ প্রদানকারী বা প্রাপকের নয়।এমন পরিস্থিতিও দেখা দিতে পারে যেখানে প্রদানকারী এবং প্রাপক উভয়েরই দোষ থাকে, তাহলে ভুলটি পারস্পরিক হয়।অনেক ক্ষেত্রে আইনের কোনও কর্তৃত্ব ছাড়াই অর্থ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রাপকরাও কোনও আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই অর্থ গ্রহণ

করেছেন।আইনের কর্তৃত্ব ব্যতীত প্রদত্ত/প্রাপ্ত যে কোনও পরিমাণ অর্থ সর্বদা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে, চরম কষ্টের কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, তবে অধিকারের বিষয় হিসাবে নয়, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে আইন অর্থ পরিশোধের জন্য প্রাপকের উপর একটি বাধ্যবাধকতা বোঝায়, অন্যথায় এটি অন্যায্য সমৃদ্ধির সমান হবে।

15. অতএব, সৈয়দ আব্দুল কাদিরের ক্ষেত্রে এবং কর্নেলের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা কয়েকটি উদাহরণ ছাড়া আমাদের বিবেচনাযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আক্কারার ক্ষেত্রে, ভুল/অনিয়মিত বেতন নির্ধারণের কারণে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান সর্বদা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

20.যাইহোক, চণ্ডী প্রসাদ উনিয়াল এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত রায় বিবেচনা করে রফিক মসিহ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সৈয়দ আব্দুল কাদির (2009) 3 এস. সি. সি 475-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(2009 এ. আই. আর এস. **সি. ডব্লিউ 1871) এবং** কর্নেল। আক্কারা, (2006) 11 এস. সি. সি 709-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(2006 এ. আই. আর এস. **সি. ডব্লিউ 5252) 18** অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

"১৮.কষ্টের সমস্ত পরিস্থিতি অনুমান করা সম্ভব নয়, যা কর্মচারীদের পুনরুদ্ধারের বিষয়ে পরিচালনা করবে, যেখানে নিয়োগকর্তা ভুল করে তাদের অধিকারের অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করেছেন।যাই হোক না কেন, উপরে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলির উপর ভিত্তি করে, আমরা একটি প্রস্তুত রেফারেন্স হিসাবে, নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করতে পারি, যেখানে নিয়োগকর্তাদের দ্বারা পুনরুদ্ধার আইনত অগ্রহণযোগ্য হবেঃ

(i) তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর (বা গ্রুপ 'সি' এবং গ্রুপ 'ডি' পরিষেবা) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার।

(ii) অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বা এক বছরের মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধারের আদেশ।

(iii) কর্মচারীদের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার, যখন পুনরুদ্ধারের আদেশ জারি হওয়ার আগে পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

(iv) কোনও কর্মচারীকে ভুলভাবে উচ্চতর পদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বেতন দেওয়া হয়েছে এমন ক্ষেত্রে পুনরুদ্ধার, যদিও তাকে যথাযথভাবে নিম্নতর পদের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলা উচিত ছিল।

(v) অন্য যে কোনও ক্ষেত্রে, যেখানে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, কর্মচারীর কাছ থেকে আদায় করা হলে তা অন্যায় বা কঠোর বা নির্বিচারে এমন পরিমাণে হবে, যা নিয়োগকর্তার পুনরুদ্ধারের অধিকারের ন্যায়সঙ্গত ভারসাম্যের চেয়ে অনেক বেশি হবে।

21. থমাস ড্যানিয়েলের ক্ষেত্রে পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলিতে (2022) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি 536-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর 2022 **এস. সি 2153), প্রশান্ত** কুমার দাস (2015) এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল 7459-এ রিপোর্ট করেছেনঃ(2016 ল্যাব আই. সি (এন. ও. সি) 205 (সি. এ. এল)) এবং সুদর্শন অধিকারিতে (2015) এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল 8390-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।

:এয়ার অনলাইন 2015 সিএএল 23 রফিক মসিহ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত আইনি প্রস্তাবটি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে এবং অনুসরণ করা হয়েছে।

22. আমি যা খুঁজে পাই, তাতে প্রতিবাদীগন পক্ষ থেকে কোনও কাগজ পেশ করা হয়নি যাতে দেখা যায় যে আবেদনকারী জালিয়াতি বা ভুল উপস্থাপনা অনুশীলন করে বিতর্কিত আদেশে উল্লিখিত স্কেলে বেতন নির্ধারণ বা পুনরায় নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন।অবিসংবাদিতভাবে, আবেদনকারীকে কোনও নোটিশ দেওয়া হয়নি বা উপরোক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের আদেশ দেওয়ার আগে তাকে শুনানির কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।

আবেদনকারী তারিখের ০৮.০৩.২০২২ (সংযুক্তি পি/15) দ্বারা আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষকে তীব্র উদ্বেগের সাথে অবহিত করেছিলেন যে উপরোক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধার তার এবং তার পরিবারের জন্য প্রচুর মানসিক যন্ত্রণা এবং কষ্টের কারণ হবে এবং তাই তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন যে বিতর্কিত আদেশগুলি বাস্তবায়নের জন্য কোনও পদক্ষেপ না নেওয়া

হোক।রিট আবেদনে তাঁর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, নিম্ন স্তরে তাঁর বেতন হ্রাস এবং অর্থ আদায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় স্তরেই তাঁর কর্মজীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।আবেদনকারীর দ্বারা প্রকাশ করা এই ধরনের অভিযোগগুলি অন্যায় বলে মনে হয় না এবং এই পরিস্থিতিতে আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষের আবেদনকারীকে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আগে শুনানির সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

23.ডিরেক্টর জেনারেল অফ অডিটের পর্যবেক্ষণ থেকে উদ্ধৃত করে, ডিরেক্টর জেনারেল অফ অডিট নবনিযুক্ত ফ্যাকলটি সদস্যদের রেকর্ড পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরে পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ করেছিলেন।পর্যবেক্ষণটি প্রতিফলিত করে না যে নিরীক্ষা মহাপরিদর্শক আবেদনকারীর বেতনের সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি যাচাই-বাছাই করার পরে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন।ডিরেক্টর জেনারেল অফ অডিটের সুপারিশকে তদন্ত প্রতিবেদন বলা যায় না।কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় হল, আই. আই. টি খরগপুরের কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষা মহাপরিচালকের পর্যবেক্ষণের উপর অন্ধভাবে নির্ভর করে বিতর্কিত আদেশগুলি পাস করে।

24. আবেদনকারীর বেতন নিম্ন স্তরে হ্রাস করা এবং তার কাছ থেকে উপরোক্ত পরিমাণ আদায় করা প্রকৃতপক্ষে খড়গপুর আই. আই. টি-র সংবিধির 15 নং বিধির অধীনে তার উপর আরোপিত জরিমানার প্রকৃতির।কিন্তু, সংবিধির প্রবিধান 15 দ্ব্যর্থহীনভাবে নির্দেশ দেয় যে কর্তৃপক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে ছাড়া এই ধরনের জরিমানা দিতে পারে না এবং কর্মচারী সদস্যকে তার সম্পর্কে প্রস্তাবিত পদক্ষেপের কারণ দেখানোর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

25. সমস্ত দিক থেকে দেখলে এটি স্বতঃসিদ্ধ যে আই. আই. টি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ তার নিজস্ব আইন লঙ্ঘন করার পাশাপাশি রফিক মাসিহ (এ. আই. আর 2015 এস. সি 696) ্সুপ্রা)-এ বর্ণিত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ লঙ্ঘন করে উপরোক্ত আদেশগুলি পাস করেছে।অতএব, 15.02.2022 এবং 19.04.2022 তারিখের **আদেশগুলি আইনে চলনযোগ্য নয়** এবং আদেশগুলি বাতিল হওয়ার যোগ্য।

26. এইভাবে পয়েন্টটির উত্তর নেতিবাচকভাবে দেওয়া হয়।

27. ফলস্বরূপ, রিট পিটিশনটি সাফল্যের যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী রিট পিটিশনটি প্রতিযোগিতায় অনুমোদিত হয়।

28. 15.02.2022 তারিখের অফিস আদেশ নং. Esst/83/2022/96023 এবং উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 19.04.2022 তারিখে জারি করা স্মারক নং HT/3-3/1494 এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের 15.02.2022 তারিখের অফিস আদেশ নং Esst/83/2022/96023 এবং ১৯.০৪.২০২২তারিখের মেমো নং HT/3-3/1494 কার্যকর করার আগে বিদ্যমান বেতন স্কেলে আবেদনকারীর অবস্থা পুনরুদ্ধার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদীগনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে এই তারিখ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে পূর্বোক্ত আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে, তা ফেরত দেওয়ার জন্য।

29.উপরোক্ত নির্দেশের সঙ্গে রিট পিটিশনটি নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

30.সংযুক্ত অ্যাপ্লিকেশন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি করা হয়।

31.খরচের বিষয়ে কোনও অর্ডার নেই।

32.রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট/ফটোস্ট্যাট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

পরেঃ রায় ঘোষণার পর প্রতিবাদীগন পক্ষে বিদ্বান কৌঁসুলি আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার জন্য প্রার্থনা করেন।যথাযথ বিবেচনার ভিত্তিতে আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

আবেদন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.